R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে আষাঢ় ১৪২১ ১৬ই জুলাই, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর কলেজে এ বছর ফরম বিক্রীর আয় প্রায় তিন লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে অশান্তি এড়াতে এবার নেটে ভর্তি চালু করা হয়। যার সুবাদে এ্যাডমিশন ফরম বিক্রীর টাকার একটা কিনারা করা যাচ্ছে। অন্যান্য বছরগুলোতে ফরম বিক্রীর টাকার কোন হিসাব নাকি ক্যাশবুকে উল্লেখ নেই। বছরের পর বছর ফরম বিক্রীর ঐ বিপুল পরিমাণ টাকা কিভাবে উধাও হয়ে গেল ভাবা যায় না। বর্তমানে যারা কলেজের দায়িত্বে আছেন--সেই ক্যাশিয়ার বা এ্যাকাউনটেন্ট সেদিনও একই দায়িত্বে ছিলেন। কলেজ ফান্ড থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কিভাবে উধাও হয়ে গেল গভঃ বডি এ ব্যাপারে নড়েচড়ে বসুন। এবছর প্রায় ৫৪০০ ফরম বিক্রী হয়েছে। প্রতি ফরমে ৫০.০০ হিসাবে মোট মূল্য ২

(৪ পাতায়)

জুঃ গার্লস টানা বন্ধ–এস.আই.অব স্কুলস, জঙ্গিপুর কিছুই জানেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের ভাসাই পাইকর হাই স্কুলের পাশে ডি.বি.এস. ইউনিট টু জুনিয়র গার্লস প্রায় বছর দু'য়েক আগে চালু হয়েছে। ৫জন শিক্ষিকা ও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়ে স্কুলটি চলছে। টিচার-ইন-চার্জ-এর সঙ্গে অন্য শিক্ষিকাদের মনোমালিন্য হওয়ায় বর্তমানে সেখানে পরিচালন সমিতির দায়িত্বে কেউ নেই। তাই তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ আছে। অত্যধিক খরায় সরকার থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে সব স্কুল খুলে গেলেও ডি.বি.এস. ইউনিট টু জুনিয়র গার্লস আজও

(৪ পাতায়)

ভাগীরথী ব্রীজে চলাচল বন্ধের সুযোগ নিল ঘাট ইজারাদার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পারে ভাগীরথী ব্রীজের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা মেরামতের জন্য পূর্ত দপ্তর ৭ থেকে ১১ জুলাই ব্রীজে সব রকমের যাতায়াত বন্ধ রেখেছে। এই সুযোগে সদরঘাট ও গাড়ী ঘাটে পারানির পয়সা নিয়ে জুলুম চালাচ্ছে ইজারাদার বলে অভিযোগ। সামনে ঈদ। জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে থাকা মানুষদের ঘরে ফেরার তাগিদে পারাপারের ঘাটে ভিড় বাড়ছে।

(৪ পাতায়)

অল্প সময়ে রাস্তা বেহাল পুকুর চুরি ছাড়া কি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বালিয়া থেকে আজিমগঞ্জ প্রায় ২০ কিলোমিটার পীচ রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যোজনা প্রকল্পের টাকায় কয়েক বছর আগে নির্মিত হয়। ঐ রাস্তার দু'ধারের রামনগর, গোপালপুর বালাগাছি, পাটকেলডাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামের মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য আনে। বর্তমানে রাস্তাটির প্রায় জায়গায় পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রছাত্রী বোঝাই

(৪ পাতায়)

আবার জাল নোট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান ফেরীঘাট থেকে গত সপ্তাহে ৫০০ টাকার ২০০ খানা জাল নোট স্থানীয় পুলিশ উদ্ধার করে। দুই কারবারী গ্রেপ্তার হয়। এদের বাড়ী বৈষ্ণবনগর ও সামসেরগঞ্জ। জাল নোটের কারবার বেপরোয়াভাবে বেড়ে গেছে মহকুমা জুড়ে বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ।

লোভনীয় জায়গাসহ বাড়ী বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ শহরে ব্যস্ত এলাকায় তিন রাস্তার মুখে এক শতক জায়গার উপর দোতলা বাড়ী বিক্রী।
জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়
যোগাযোগ – ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮, ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে আষাঢ়, বুধবার, ১৪২১

বাঙালী রসনায় ইলিশ

বাঙালীর পাতে মাছ ভাত তাহার রসনা তৃপ্তির উপাদেয় উপকরণ। আর পাঁচটি ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না যদি ভাতের সঙ্গে থাকে দুই এক টুকরো মাছ। বাঙালী শুধু ভেতোই নয় মেছোও। কাজে কর্মে উৎসবে অনুষ্ঠানে খাবারের মেনুতে মাছের উপস্থিতি বা অধিষ্ঠান একান্তই অপরিহার্য্য। কাহারও কাহারও নিকটে মাছ নাকি শুভদা, সুলক্ষণা। বিবাহ অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিকতার প্রতীক বলিয়া বিবেচিত। "প্রাকৃত পৈঙ্গল" গ্রন্থে এইরকম একটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রটি গার্হস্থ্য। স্ত্রী স্বামীর পাতে যে খাদ্য পরিবেশন করিতেছেন তাহাতে আছে ভাত, দুধ, ঘি ও মাছ। পরম ভাগ্যবান স্বামী তাহা ভোজন করিয়া শুধু ক্ষুধাবৃত্তি নয়, রসনাও তৃপ্ত করিতেছেন। ইহাতো সাহিত্যের কথা। বাস্তবে এই বঙ্গদেশে এমন একটি দিন ছিল যখন বাঙ্গালীর অনেকেরই ঘরে থাকিত গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু এবং পুকুরভরা মাছ। সেদিন বিগত। এখন সাধ্যানুসারে বাঙালী গৃহস্থকে হাটবাজার হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। বাঙালীর অতি আদরের মাছ এখন সরে নাগালের বাহিরে। দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া পকেটের অসঙ্গতিতে লোল সংবরণ করিয়া মেছো বাঙালীকে ফিরিয়া যাইতে হয়। বাড়ীতে যেদিন ভালো মাছ আসে সেদিন একটা ছোটখাটো উৎসবের মেজাজ।

যদি তাহা ইলিশ হয় তবে তো আর কথায় নাই। জলের রূপালী ফসল ইলিশ। গঙ্গা পদ্মায় তাহার অবস্থান। আজকাল মাছের বাজারে তাহাদের বিরল সাক্ষাৎ ঘটে। বছরের বেশীর ভাগ সময়েই সে কথা দুর্লভ দর্শন। কখনও সখনও তাহার অভ্যুদয় ঘটিলেও তাহা উদার অভ্যুদয় নহে। আর মূল্যে তো অমূল্য বা দুর্মূল্য। রসনায় লালসা উদ্রিক্ত হইলেও পকেটেরও গরম তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন। না হইলে দর্শনেই রসনার তৃপ্তি ঘটাইতে হয়। বাঙালীর কাছে একটি খবর সুখবর কিনা জানিনা একটি সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ ইলিশের আকাল আর থাকিবে না। বাংলাদেশ হইতে ইলিশ আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন রাজ্য সরকার। তবে আকারে বাংলাদেশের ইলিশ বড়ো না হইলেও দরে তাহারা দীর্ঘায়ত। বর্ষা শুরু হইলেও বাজারে ইলিশের আমদানি নাই বলিলেই চলে। তাহার নাগাল স্পর্শ করা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে হয়ত দুঃসাধ্য। তাহা হইলে কি ? রোজ রোজ না হউক একদিন তো পাতে পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়। বাঙালী যে ভোজন রসিক। রসনা তাহাদের কম নয়। যাহাদের সম্পর্কে বলা হয় তাহারা নাকি ঋণ করিয়া ঘি খায়---সুতরাং তাহারা দর বেশী বলিয়া ইলিশকে অনাদরে ঠেলিয়া রাখিবে না। রান্নার বহুমাত্রিক পদবাচ্য ইলিশ তাহাদের রসনা তৃপ্তিতে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম।

এপার বাংলায় ইলিশের দেখা মেলা ভার। মৎস্যজীবীরাও হতাশ। নদীও কৃপণা। কোলাঘাট, দীঘা বা রূপনারায়ণের তীরেও ইলিশের বিরল সাক্ষাৎ। দরে এবং আদরে কৌলিন্যের শিরোপা পাওয়া ইলিশ এদেশের নদী বন্দরে বাজারে হাটে শুধু দুর্মূল্যই নয়, দুর্লভও বটে। কে জানে ইলিশ একদিন ইতিহাস হইয়া যাইবে কিনা।

অনলাইন : অফলাইন

সাধন দাস

দুশো বছরে যা হয়নি, মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছরে সেই বিপ্লব ঘটে গেছে পৃথিবীতে। দুনিয়াটা এসে গেছে একেবারে হাতের মুঠোয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ নয়, দুই আঙুলের ফাঁকে ধরা পুচকে সেলফোনের ভেতর আটকে গেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একটা চোখ আর একটা আঙুল ঠিক থাকলেই হংকং বা হনলুলু থেকে মুহূর্তে ছিনিয়ে আনা যাবে লুকিয়ে-রাখা হাঁড়ির খবর। 'ইন্টারনেট' নামক একটি ছোট্ট শব্দ দুনিয়ার হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে আমজনতার হাটে।

কিন্তু জনতার এই হাটে হাঁড়িভাঙা খেলার এই নবতম প্রযুক্তির কলাকৌশলটি রপ্ত করেছে কত শতাংশ মানুষ ? মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষ শুনেছে মনিটর, কী বোর্ড, সিপিইউ বা মাউসের নাম ? অফিস-কাছারি বা বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রের দিকে তাকালেই তো হবে না। ওই মেঠো পথের আল পেরিয়ে সবুজ গাছগাছালিতে ভরা গ্রাম, ওখানে কটা বাড়িতে গেলে পাবেন মাউস-ক্লিকের কম্পন ? কম্পিউটার জানা দক্ষ আঙুলগুলি যখন কী বোর্ডের উপর নাচানাচি করে, গাঁয়ের অশিক্ষিতরা তো বটেই, বহু শিক্ষিত মানুষ আজও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

অনলাইনে ফর্ম ভোলার জন্য আজ অফিস-কাছারির সামনে লাইন দিতে হয় না ঠিকই, কিন্তু নেট সার্ভিস নিয়ে যারা ব্যবসা করছেন, তাদের দোকানের সামনে লাইন দিতে হয়। অনলাইনের ক্ষেত্রেও 'লাইন' একটা থেকেই গেছে। হাতে হাতে মোবাইল হওয়ার ফলে টেলিফোন বুথগুলি যেমন উঠে গেছে, তেমনি ঘরে ঘরে যেদিন কম্পিউটার-ইন্টারনেট এসে যাবে, সেদিনই অনলাইনের সর্বব্যাপী প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠবে।

মধ্যবিত্তের ঘরে কম্পিউটার আজও বিলাসিতা। এই বিলাসদ্রব্যটি কবে ঘরে 'এসেন-শিয়াল' হয়ে উঠবে এবং মধ্য বা নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, তা কে জানে। স্কুলপর্যায় থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হলে বিশ্বব্যাপী এই আন্তর্জালিকায় যুক্ত হতে পারবে না দেশের অধিকাংশ মানুষ। আমাদের আজকের সভ্যতায় কম্পিউটারকে বাঁ হাতে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না, বরং আমজনতা কীভাবে এই ম্যাজিক বাক্সটিকে ছুঁতে পারবো, সরকারিভাবে তারই সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

মুখেন মারিতং

শীলভদ্র সান্যাল

বঙ্গ ভূমির রঙ্গ দেখে
কম্প জাগে বক্ষে
ভাবছি নিজে, আরও কী যে
দেখব চর্ম-চক্ষে।
বলছে মুখে, আসছে যা তাই
শিষ্টাচারের নাইকো বালাই
চোখা চোখা বচন চালায়
পক্ষে-প্রতিপক্ষে।
রণং দেহি মূর্তি এমন
আর বুঝি নাই রক্ষে।
সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড দেখে
বুক করে ঢিব্ ঢিব্
দেখি সবাই হাততালি দেয়
কেউ বলেনা, রোখ্‌কে।

বঙ্গ-গণতন্ত্রে এখন
এটাই মহান কার্য!
অনায়াসে দেয় ছুঁড়ে সব
বাক্য অনুচ্চার্য্য!
আস্ফালনে অষ্টরোলে
চলতি হাওয়ার হট্টগোলে
অনার্য সব ভাষ্য ব'লে
করছে দাবী---'আর্য'।
বাক্য-স্বাধীনতার দেশে
এটাই শিরোধার্য।
শিরশ্চালন করছে তবু
দেশের যত নিন্দুক
দৃক্‌পাত নাই, কলুষ ছড়ায়
যেমন আছে যার জোর!

এটাই মান্য সংস্কৃতি
তাই কি সাজে রুষ্ট ?
আবর্জনার খেলায় কি কেউ
হচ্ছেন সন্তুষ্ট ?
রুচির কোনও ধার না ধারে
মুখের মারে জগৎ মারে
ধন্য করে রসনারে
সরস্বতী দুষ্ট।
সন্দেহ নাই,বঙ্গ ভাষাই
হচ্ছে এতে পুষ্ট।
মুঞ্জরিত কুঞ্জে তবু
উধাও হল পিক
বাক্য-বাণে সেদিক পানে
নাই যে কারও হুঁস তো।।

প্রসঙ্গ : বোতল পুরাণ

তুলসীচরণ মণ্ডল

লেখাটা একান্তই আত্মজৈবিক। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বেঁচে থাকলে অবশ্যই বকাবকি দিতেন। ছড়া কাটতেন। গান বাঁধতেন। কারণ তিনি যে রসিক মানুষ। আর আসল কারণটা হচ্ছে--তাঁর লেখা হতেই তো শিরোনাম চুরি করেছি। এখানেই তিনি নমস্য। অতীত হয়েও চির নতুন। স্বর্গে গিয়েও বাঙালির অন্তরে চির জীবন্ত।

এবার আসল কথাতে আসি। খবরের কাগজ খুললেই নারী নির্যাতন-ধর্ষণ চোখে পড়ে। এটা ভারতের গ্রামে গঞ্জে অলিতে গলিতে পথে প্রান্তরে যেন জলভাত হয়ে গেছে। যে পরিত্যক্ত শক্তি মিলেই হোক, কিংবা দিল্লীর রাত্রির বাসেই হোক, কিংবা কামদুনিতে। সর্বত্রই ধর্ষকেরা বোতলের পূজারী। যেন বোতলের ছিপি খুলে গলায় ঢেলে অন্য মূর্তি ধারণ করে। মা বোনের ভেদাভেদ ভুলে যায়। এবং একান্তই পশুবৃত্তে ফিরে যায়। আর মানুষ তো পশু হতেই এসেছে। আর বোতল খেলেই অর্থাৎ মদ্য পান করলেই সৎ হতে আসতে--মানুষ হতে পশুত্বে চলে যায়। জ্ঞান বুদ্ধি মানবিক ধর্ম দয়া মায়া প্রেম প্রীতি ভুলে যায়। ভুলে যায় সেও তো কোন মায়ের গর্ভ হতে এসেছে। তারও বাড়িতে অনুরূপ মা-বোন-মাসি-পিসি রয়েছে। হায়, বোতল, কলি যুগে তুমি কত মহান--কত শক্তিশালী। প্রাচীনকালে এটাকেই সোমরস বলা হত। আর বলা হত "ঔষধার্থে সুরা পানের" কথা। কিন্তু বর্তমানে সেগুলো অবান্তর। তাই তো দেখছেন না--নাটকে-যাত্রায়-সিনেমায়, টিভি সিরিয়ালে, উপন্যাসে বোতলের কত ছড়া ছড়ি। সমাজের পক্ষে ধূমপান-মদ্যপান-জর্দাপান-গুটকাপান যে কত ভয়ংকর ; কত ক্যান্সারের জন্ম দিচ্ছে ; তিলে তিলে কত লোককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। তবুও বোতল বা অন্যান্য মাদকের নেশা চলছেই। পাশাপাশি কিছু লোক অবশ্যই এই সব নেশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। নেশা ভক্ষনের মত এটাও চলছে। চলবে। তার মানে দেশে রাষ্ট্রে সমাজে এই বিপরীতমুখী কাজের সহঅবস্থান চলছে। কারণ মানুষ থাকলে-ভুতও থাকবে এবং ভূতের বাপের শ্রাদ্ধও হবে।

এবার আমার নিজস্ব কিছু পরামর্শ দেওয়া অবান্তর হবে না। আমার মতে আরো বেশী করে মহল্লায় মহল্লায় বোতলের কাউন্টার খুলে দেওয়া হোক। তাতে সরকারের আয় বাড়বে। সেই আয় হতেই সমাজকে নেশামুক্তির জন্য আন্দোলন চলতে থাকুক। আর খুনিরা-ধর্ষকেরা বেশী বেশী করে বোতল খেয়ে অসুর বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হোক। কোর্ট কাছারি থানা পুলিশ লকআপ আরো জমজমাট হোক। দেশ এগিয়ে চলুক। এ ভারত আরো মহান হোক। আর ধনীরা বোতল বেচে আরো ধনী হোক। আর গরিবেরা বোতল খেয়ে আরো গরীব হোক। ভারত মহান হোক।

নিজেরে কেবলই করি অপমান

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'উন্নত হইবে যদি নত হও আগে।' কথাটি আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে আমরা অনেকেই শিখি নাই। নত হইলে উন্নত হওয়া যায় এ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। সেই কারণে আমরা বাল্যাবধি "হামসে দিগর নাস্তি" এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সর্বদা নিজের প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হইয়া থাকি। ফলে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইয়া পড়ি। চড়ুই হইয়া খঞ্জনের চালে চলি। নিজের সমকক্ষ, স্বজাতি বা স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গে'র সহিত মিলিতে মিশিতে ঘৃণা বোধ করি। উচ্চতর শ্রেণী ও উচ্চতর পদের লোকের সহিত মিলিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলেও উচ্চতর শ্রেণীর হাব ভাব, উচ্চ শ্রেণীর চালচলন, উচ্চ শ্রেণীর মেজাজ এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। তাঁহারা যে আমার মত লোকের সহিত মিলিতে ঘৃণা বোধ করেন, তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা তখন থাকে না। আবার সমশ্রেণীর লোকেরাও অহঙ্কার ও দুরাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই তখন পর হইয়া যায়। যশঃ প্রার্থী হইয়া ক্রমশঃ অযশ অর্জ্জনই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। সম্মান লাভ করিতে গিয়া পদে পদে অপমানিত হই। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বন্ধু জ্ঞানে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে গিয়া তাঁহার দ্বারী, প্রহরী ও কর্মচারীবর্গের নিকট অপমানিত হই। সম্মান লাভ করিব বলিয়া যেখানেই গিয়া প্রভুত্ব বিস্তারে চেষ্টা করি সেই স্থানে অপমান কালিমা মুখে মাখিয়া প্রত্যাগত হই। ইহার কারণ কি তাহা বেশ করিয়া ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের ওজন বুঝিয়া চলিতে না জানাই ইহার কারণ। "নির্গুণো সাপের ঝুলো পানা চক্র'ই এই অপমানের কারণ। গুণী লোক যতই নত হউন না কেন সাধারণে তাঁহার গুণ উপলব্ধি করিবেই করিবে, তিনি যতই নিম্ন স্থানে অবস্থিতি করুন না কেন লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া তুলিয়া উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন--

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চভিদ্যতে ন চ নম্যতে।

নত হওয়া গুণী লোকের অন্যতম লক্ষণ। আজ কাল আমাদের অন্যান্য অভাবের মধ্যে বিনয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিনয় গুণ হারাইয়াই আমরা পদে পদে অপমানিত হইতেছি।

[প্রকাশকাল ঃ ১৩২৩]

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✦ জেলা মুর্শিদাবাদ ✦ পিন-৭৪২২২৫

মোবাইল নং = 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

জঙ্গিপুর হরিসভার রাস্তা আজও বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাই স্কুল সংলগ্ন হরিসভার মন্দির লাগোয়া বৃহৎ গাছটি মাটি থেকে সম্পূর্ণ উপড়ে যায় গত জুনের শুরুতে। দেড় মাস চলে গেলেও আজও সদর রাস্তা জুড়ে গাছটি পড়ে আছে। এর ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের দুর্গতির সীমা নেই। যানবাহন চলাচলের অভাবে ঐ অঞ্চলের ব্যবসাপত্রও প্রায় গুটিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ-২-এর বিডিও বা জঙ্গিপুরের পুরপতির কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বলে এলাকার লোকের অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে পুরপতি জানান--গাছ কাটা প্রায় শেষ। রাস্তা পরিষ্কারও শুরু হয়ে গেছে। ২/৩ দিনের মধ্যে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তিনি আরো জানান--প্রথম দিকে যারা গাছ কাটার দায়িত্ব নিয়ে ছিল তারা কিছুটা কেটেই কাজ বন্ধ করে দেয়। পরে অন্য পার্টিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এর জন্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ। যার ৬০ ভাগ পুরসভা ও ৪০ ভাগ মন্দির কমিটি বহন করবে।

জঙ্গিপুর কলেজে .....(১ ম পাতার পর)

লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। অরো জানা যায়, ভর্তির টাকায় ১৭০০ টাকা ঘাটতি ধরা পড়ে। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গেলে ৫০০ টাকার ৪টি জাল নোটও ধরা পড়ে। ক্যাশিয়ার বা কাউন্টারের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাছ থেকে কি ঐ টাকা আদায় হবে, না কলেজকে গুণাগার দিতে হবে ? প্রশ্নের উত্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ অসীম মণ্ডলের কথা---কাউন্টারে আদায়ের টাকায় গন্ডগোল থাকলে তার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের। তাদের কাছ থেকেই ঘাটতি টাকা আদায় হবে। এটাই নিয়ম। আর ৫০০ টাকার যে ৪টি জাল নোট ব্যাঙ্ক ধরেছে, ছাত্রদের সই করা সেই নোটের অর্দ্ধেকটা আমরা নিয়ে এসেছি। একজন ছাত্রী ৫০০ টাকা দিয়েও গেছে। আশাকরি বাকী টাকাও আদায় হবে। সম্প্রতি কলেজের কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ল্যাব এ্যাসিঃ পোষ্টের জন্য অনার্স দাবী করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ওটা পিয়নের পোষ্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী। এই পোষ্টে অষ্টম শ্রেণী পাস ল্যাব পিওন হিসাব অনেকেই আছেন। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন কেন প্রকাশ করা হলো ? তার উত্তরে অসীমবাবু জানান, বর্তমানে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে ল্যাব এ্যাসিঃ হওয়া যাবে না। আগে এ নিয়ে কোন নির্দেশ ছিল না।

জুঃ গার্লস টানা বন্ধ ..... (১ ম পাতার পর)

বন্ধ। শিক্ষিকারা সবাই বাইরের। তাই আশপাশ এলাকা থেকে ছাত্রীরা এসে ঘুরে যাচ্ছে। এ.আই. অব স্কুলস, জঙ্গিপুর (সেকেণ্ডারী) সরজমিন তদন্ত করতে গিয়ে এই অবস্থা অনুধাবন করেন। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ---স্কুল টানা বন্ধ থাকায় পড়াশোনার পাশাপাশি মিড-ডে-মিল বন্ধ, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফরম, আয়রণ ট্যাবলেট, স্কুল ড্রেসের টাকা, বুক গ্রাণ্ডের টাকা সব কিছু বন্ধ। স্কুলের এই হাল দেখে অনেক অভিভাবক টি.সি.নিতে এসে ঘুরে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে এ.ডি.আই.অব স্কুলস,জঙ্গিপুর (সেকেণ্ডারী) পঙ্কজ পাল জানান--কোন শিক্ষিকা টি.আই.সির দায়িত্ব নিতে না চাওয়ায় জটিলতা কাটছে না। ডি.আই ; এ.ডি.আই ; গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ একাধিকবার এই নিয়ে সভা ডেকেও কোন সুরাহা করতে পারেননি। বর্তমান অচলাবস্থার কথা জঙ্গিপুরের এস.ডি.ও এবং ডি.আই অব স্কুলস্ (সেকেণ্ডারীকে) জানানো হয়েছে।

ভাগীরথী ব্রীজে ..... (১ ম পাতার পর)

ফেরী নৌকায় ১.০০ টাকার পরিবর্তে ৫.০০ টাকা এবং মোটর সাইকেলের জন্য ২৫.০০ টাকা আদায় হচ্ছে। ফেরী নৌকায় ক্ষমতার বাইরে যাত্রী চাপাচ্ছে। ধাক্কাধাক্কিতে নৌকায় উঠতে গিয়ে অনেকে জলে পড়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় দুম করে কেন ব্রীজ মেরামতির কাজ শুরু করলো পূর্ত দপ্তর এলাকার মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। অন্যদিকে মানুষের অসুবিধার কথা পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম অস্বীকার করেন। তিনি জানান-'পারাপারে মানুষের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য ৫টি স্পীড বোট চালু রাখা হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে যাত্রী ওঠানামার জন্য আরো একটি ঘাট। ফেরী নৌকায় মাথা পিছু ২.০০ টাকা ও ঘাটে ১.০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। মোটর সাইকেলের জন্য ৫.০০ টাকা। পুরপতি আরো জানান, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা নিয়েছি। ঈদের এখনও অনেক দেরী। রোজার ২০/২১ দিন পর থেকে লোক আসতে শুরু করবে। মেরামতির জন্য ৭ থেকে ১০ জুলাই ব্রীজে চলাচল বন্ধ থাকবে বলে পূর্ত দপ্তরের একটা চিঠি ৫ জুলাই আমরা পেয়েছি। মোটর সাইকেল পিছু ২৫.০০ টাকা বা ফেরী নৌকায় যাত্রী পিছু ৫.০০ টাকা আদায় অপপ্রচার ছাড়া কিছু না। রিজার্ভ ফেরীর জন্য বিশেষ পয়সা আদায় করতে পারে-ওটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।' অন্যদিকে সদরঘাটে ফেরী নৌকায় ক্ষমতার বাইরে যাত্রী পারাপার চলছে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, পয়সাও আদায় হচ্ছে নিজেদের খুশি মতো বলে কয়েকজন নৌকা যাত্রী আমাদের সংবাদদাতার কাছে অভিযোগ করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে ..... (১ ম পাতার পর)

স্কুল ভ্যান বা লাদেন গাড়ী গর্তে পড়ে গিয়ে আহতের সংখ্যা দীর্ঘ হচ্ছে। কাবিলপুরের এক কংগ্রেসী ঠিকাদারের দায়িত্বে রাস্তার কাজ হয়েছিল বলে খবর।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ -রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।